বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
"বোয়েসেল নৈতিক, নিরাপদ ও দক্ষ অভিবাসন নিশ্চিত করে"
স্থাপিত - ১৯৮৪
BOESL

নং- ৪৯.০২.০০০০.০০৬.২৫.০১.০১৮.২৬-৮০

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ১২ এপ্রিল ২০২৬

দক্ষিণ কোরিয়ার ইপিএস: কোটা, রোস্টারভুক্তি ও জব অফারের বাস্তবতা
রোস্টারভুক্ত হওয়া মানেই চাকরির নিশ্চয়তা নয়ঃ

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া বর্তমানে অন্যতম আকর্ষণীয় শ্রমবাজার। ২০০৮ সাল থেকে বোয়েসেল (BOESL)-এর মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (EPS) এর আওতায় HRD Korea'র তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে উচ্চ বেতন, উন্নত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশীদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। গত ১৬ বছরে প্রায় ৩৭,৮০০ জন কর্মী বাংলাদেশ থেকে কোরিয়া গিয়েছেন, যা দেশের রেমিট্যান্সে বিশাল অবদান রাখছে। ইপিএস- তিনটি মূল স্তম্ভ—কোটা, রোস্টারভুক্তি এবং জব অফার—সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর ওপরই নির্ভর করে একজন প্রার্থীর কোরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

বাস্তবায়ন সংস্থাগুলোর দায়িত্ব:

HRD Korea: নীতি নির্ধারণ, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, জব রোস্টার ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ।

EPS Center (Dhaka): বাংলাদেশে কোরীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিবন্ধনকৃতদের প্রয়োজন অনুযায়ী লটারি, পরীক্ষা গ্রহণ ও তদারকি, পরীক্ষার রেজাল্ট শিট প্রস্তুত, বোয়েসেল-এর ইপিএস কার্যক্রম তদারকি।

BOESL: বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, নিবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা প্রদান এবং ভাষা, দক্ষতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তথ্য (ডাটা) রোস্টারের জন্য প্রেরণ।

Job Center: নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মী নির্বাচন, চাকরি পরিবর্তন, বিদেশী কর্মীর চাকরি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখভাল।

KBiz: গমনকৃত কর্মীদের বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার নিকট হস্তান্তর।

Support Center: বিদেশী কর্মীদের সার্বিক বিষয়সহ আইনি সহায়তা প্রদান।

কোটা নির্ধারণের ভিত্তি

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় প্রতিবছর তাদের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে বিদেশী শ্রমিকের নিয়োগের সম্ভাব্য বার্ষিক কোটা নির্ধারণ করে।

মোট কোটা বাংলাদেশসহ মোট ১৭টি দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

- মূল্যায়ন ভিত্তিক বন্টন: একটি দেশ তার পূর্ববর্তী বছরের পারফরম্যান্স (যেমন: অবৈধ শ্রমিকের হার, কর্মীদের দক্ষতা, এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা) এর ওপর ভিত্তি করে কোটা পায়।
- প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশ প্রতিবছর গড়ে ৪০০০+ কোটা পেয়ে থাকে। চলতি বছর পেয়েছে ৮,০০০। কোটার সংখ্যা স্থির নয়; এটি প্রতিবছর দেশগুলোর বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়।

অফিস ঠিকানা :
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা)
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন
রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ISO 9001: 2015

যোগাযোগ নম্বর :
ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১৮৩৮, ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৩৩০৬৫২, +৮৮-০২-৫৮৩১-৬৫৭৭
ই-মেইল : info@boesl.gov.bd
ওয়েব : www.boesl.gov.bd

রোস্টারভুক্তি: নিবন্ধনের পরবর্তী ধাপ

কোরিয়ান ভাষা, দক্ষতা এবং মেডিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য রোস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- রোস্টারের নিয়ম: নিয়ম অনুযায়ী, প্রাপ্ত কোটার বিপরীতে সর্বোচ্চ তিনগুণ প্রার্থীকে রোস্টারে নিবন্ধিত রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি কোটা ১০০০ হয়, তবে ৩০০০ জন রোস্টারভুক্ত হবেন। এর ফলে ২০০০ কর্মী স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোস্টার থেকে ডিলিট হবেন।
- রোস্টারের মেয়াদ: একবার রোস্টারভুক্ত হলে তার মেয়াদ ১ বছর করে মোট ২ বছর থাকে।
- অনিশ্চয়তার বাস্তবতা: রোস্টারভুক্ত হওয়া মানেই কোরিয়া যাওয়ার শতভাগ নিশ্চয়তা নয়। যেহেতু কোটার চেয়ে সর্বোচ্চ তিনগুণ বেশি প্রার্থী রোস্টারে থাকেন, তাই দুই-তৃতীয়াংশ প্রার্থীরই মেয়াদ শেষে রোস্টার থেকে নাম স্বয়ংক্রিয়াভাবে বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জব অফার: চূড়ান্ত চাবিকাঠি

রোস্টারভুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়োগকর্তারা তাদের পছন্দমতো দেশ অনুযায়ী কর্মী বাছাই করেন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং নিয়োগকর্তার মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

১. নিয়োগকর্তার পছন্দ: প্রার্থীর বয়স, দক্ষতা এবং শারীরিক গঠন দেখে নিয়োগকর্তা যখন জব অফার প্রদান করেন, তখনই কেবল কোরিয়া যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

২. মেধা ও দক্ষতা: মেধা তালিকায় এগিয়ে থাকা প্রার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগকর্তাদের নজরে আগে পড়েন।

৩. আর্থিক স্বচ্ছলতা: মাসে প্রায় ২ লক্ষ টাকা বেতন এবং সাড়ে ৯ বছর (দুই মেয়াদে) কাজ করার সুযোগ থাকায় এই জব অফারটি একজন কর্মীর জীবন বদলে দেয়।

বাস্তবতা

ইপিএস প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর স্বচ্ছতা। এখানে কোনো দালালের হস্তক্ষেপ বা অবৈধ পথে লেনদেনের সুযোগ নেই। তবে বাস্তব সত্যটি হলো, এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া। আবেদনের শুরুতেই প্রার্থীদের পরিষ্কারভাবে জানানো হয় যে, এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (EPS) এ দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করে না। ধৈর্য, সঠিক তথ্য এবং কোরিয়ান ভাষায় সর্বোচ্চ দক্ষতাসহ দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়োগকর্তাদের আস্থা অর্জনই অর্জনই হতে পারে রোস্টার থেকে জব অফার পাওয়ার একমাত্র সোপান।

সতর্কতা:

"ইপিএস প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হবেন না। এটি সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক। এ প্রক্রিয়াটি বোয়েসেল এবং এইচআরডি কোরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।মনে রাখবেন, রোস্টারভুক্ত মানেই চাকরির নিশ্চয়তা নয়।"

প্রচারে, বোয়েসেল কর্তৃপক্ষ

১২.০৪.২০২৬

অফিস ঠিকানা :
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা)
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন
রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ISO 9001: 2015

যোগাযোগ নম্বর :
ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১৮৩৮, ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৩৩০৬৫২, +৮৮-০২-৫৮৩১-৬৫৭৭
ই-মেইল : info@boesl.gov.bd
ওয়েব : www.boesl.gov.bd